ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

শিলিগুড়ি ২৯ পৌষ ১৪১৪ সোমবার ১৪ জানুয়ারি ২০০৮ শহর সংস্করণ ২ টাকা

রোমাঞ্চের অনুভবে ছাত্রছাত্রীরা

সৌমিত্র কুণ্ডু

মাঝিটাড় (সিকিম): পাহাড়ি উপত্যকায় খরস্রোতা তিস্তার বুকে র‍্যাফটিং। কখনও ৭ তলা ভবনের দেওয়াল বেয়ে ওঠা নামা করা, রক ক্লাইম্বিং। নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জের। এই চ্যালেঞ্জ নিতেই তো তাদের সিকিমের এই পাহাড়ি উপত্যকা মাঝিটাড়ে যাওয়া। সাততলা ভবনের খাড়া দেওয়াল বেয়ে নেমে আসার আগে অনেকের বুক কেঁপেছে। কিন্তু সাহস নিয়ে পরমুহূর্তেই দড়ি ধরে দেওয়াল বেয়ে নামতে শুরু করে দিয়েছেন। নিজেরাও হতবাক! দড়ি বেয়ে ৭ তলা থেকে নেমে উচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধরছেন সহপাঠীদের। যাঁরা সাহস পাচ্ছিলেন না অন্যদের দেখে তাঁরাও ভয় দূর করে দড়ি বেয়ে নেমেছেন খাড়া দেওয়াল বেয়ে। কখনও প্রায় ১০০ ফুট দূরে এক ভবনের ছাদ থেকে তার বেয়ে ঝুলে আরেক ভবনের ছাদে পৌঁছেই হাত তুলে অভিনন্দন গ্রহণ করেছেন অনেকে, অর্থাৎ 'আমিও পেরেছি'।
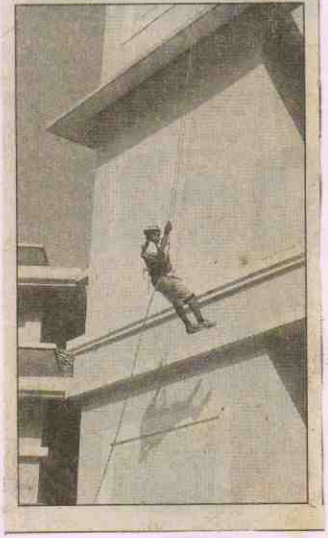
রবিবার ছিল ওদের ফেরার পালা! ১৮ দিনের সফর শেষ! হেলিকপ্টারের চড়ে সিকিমের পাহাড়ি উপত্যকা ঘুরে দেখার সময় উচ্ছ্বসিত অভিষেক মুখোপাধ্যায়, সত্য প্রকাশ, অশ্বিনী কুমার, দীপাঞ্জনা দেবরা। নীচে দাঁড়িয়ে এই কয়েক দিন দূরে পাহাড়ের বুকে যে সাদা মেঘগুলি দেখছিলেন এখন হেলিকপ্টারে চড়ে তারই মাথার উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ানো! ২৬ ডিসেম্বর থেকে সিকিমের মাঝিটাড়ে সিকিম মণিপল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে নেটটেক সংস্থার উদ্যোগে অ্যাডভেঞ্চার্স স্পোর্টস শিবির হল। ইলাহাবাদের মতিলাল নেহেরু ন্যাশনাল ইন্সস্টিটিউট অব টেকনোলজি, কানপুর আই আই টি, দুর্গাপুর ন্যাশনাল ইন্সস্টিটিউট অব টেকনোলজির মতো দেশের নাম করা তথ্য প্রযুক্তির কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৮০ জন স্নাতক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা যোগ দেন। লড়াইয়ে জিতে উচ্ছ্বসিত উষসী চক্রবর্তী, দীপাঞ্জনা দেব, রাজীব বারলিয়ার মতো ছাত্রছাত্রীরা। কলকাতার ফিউচার ইন্সস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী উষসী চক্রবর্তী, কম্পিউটার সায়েন্সে সিকিম মণিপল ইউনিভার্সিটির তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী দীপাঞ্জনা বলেন, "চ্যালেঞ্জ নিতে পেরে সত্যি ভাল লাগছে। একটা আলাদা অনুভূতি। এটা বাস্তবে কোনও কাজে চ্যালেঞ্জ নিতেও আমাদের সাহায্য করবে।" অ্যাডভেঞ্চার্স স্পোর্টসের শিবিরে অন্যতম আকর্ষণ ছিল নাথু লা পাস যাওয়ার সুযোগ। ১৪২০০ ফুট উঁচুতে ভারত-চিন সীমান্তে প্রাচীন ওই সিল্ক রুট। শিলিগুড়ির ছেলে রাজীব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি বলেন, "ভোর থেকে উঠেই বেরিয়ে পড়ছি। দল বেঁধে নাথু লায় গিয়েছি, পাহাড়ে চড়েছি। সারাদিন র‍্যাফটিং করে, রাতভর কম্পিউটার ল্যাবে সকলে মিলে কাজ করেছি, পরীক্ষা দিয়েছি। ক্লান্তি ছিল না। চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়ানো কত রোমাঞ্চের বুঝতে পেরেছি।" ইন্সট্রাকটর স্বপন পুরকায়েত জানান, এই ধরনের শিবিরে উৎসাহীদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। *নিজস্ব চিত্র।*